সংবাদ

21 MAR 2017

জনবল সংকটে শরণখোলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়

প্রতিনিধি, শরণখোলা (বাগেরহাট)

জনবলসহ নানা সংকটে ধুঁকছে বাগেরহাটের শরণখোলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিনিয়ত পরিদর্শনসহ বিভিন্ন কর্মকান্ড চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে। নানা প্রতিবন্ধকতার ফলে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নসহ অসাধু শিক্ষকদের ক্লাস ফাঁকির লাগাম টানা যাচ্ছে না।

যে কারণে সরকারের শতভাগ শিক্ষার উদ্দেশ্য বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। জানা গেছে, উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে ১১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭ শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারীসহ প্রায় ১৫ হাজার কোমলমতি শিক্ষার্থী রয়েছে। ওই সব বিদ্যালয়সহ শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসের যে পরিমাণ জনবল থাকা প্রয়োজন তার অর্ধেকও নেই উপজেলার এ অফিসটিতে।

একজন (ভারপ্রাপ্ত) শিক্ষা কর্মকর্তা, দুজন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ও একজন অফিস সহকারি দিয়ে কোন মতে জোড়াতালি দিয়ে চলছে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কার্যক্রম। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত জরাজীর্ণ ১৫টি বিদ্যালয়ে ৪ সহস্রাধিক কোমলমতি শিক্ষার্থী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে। পাশাপাশি ৫৫টি প্রধান শিক্ষক ও ৮৭টি সহকারি শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকায় শিক্ষক সঙ্কটের কারণে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উপজেলার সাউথখালী এলাকার এক (অবসর প্রাপ্ত) প্রধান শিক্ষক বলেন, শিক্ষা অফিসের জনবল সঙ্কট ছাড়াও কর্মকর্তাদের উদাসীনতার কারণে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন হচ্ছেনা। দেশ ডিজিটাল হয়ে অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটলেও শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকরা আন্তরিক না হওয়ার কারণে কিছুই শিখছে না ছাত্রছাত্রীরা। মাস শেষ হলে সরকারি বরাদ্দ (জনপ্রতি উপবৃত্তি) ৩০০ টাকা পাওয়ার আশায় শিশুরা স্কুলে আসছে-যাচ্ছে, আর ফ্রি বিস্কুট খাচ্ছে, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। শিশু শিক্ষার্থীদের গোড়ায় গলদ থেকেই যাচ্ছে। যার ফলে সচেতন অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের নিয়ে বিভিন্ন বেসরকারি কিন্ডার গার্টেনগুলোর দ্বারস্থ হচ্ছে। নানা সঙ্কটের কথা স্বীকার করে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ আখতার হোসেন (ভারপ্রাপ্ত) কার্যক্রম চালাতে যে সকল সঙ্কট রয়েছে তার পূর্ণতা পেলে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটবে বলে তিনি আশাবাদী।